পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রহিম

সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু-আলাইকুম,
কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. এ. কালাম গত ১৯.১১.২০২০ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন। সভার শুরুতেই তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরত কামনা করছি।

নানাবিধ প্রতিকুল পরিবেশ, পরিস্থিতি, ব্যবসায়িক মন্দা এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ৩০ শে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা আমরা যথাসময়ে পারিনি। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের অনুমতিক্রমে উক্ত বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বছরে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব ও তার উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় পর্যালোচনা, বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

কোম্পানি পরিচিতি ঃ

এক্সেলসিয়র সুজ লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ সালের ৩০ শে জুন নিবন্ধিত হয়। কোম্পানির শিল্পকারখানাটি চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত। ১৯৮৮ সালের ৩০ শে জুন কোম্পানি নিবন্ধিত হয় এবং ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৯০ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয় এবং সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মানব সম্পদ ঃ

নিম্নে ৩০ শে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত বছরের সাথে বিগত ৩ বছরের মানব সম্পদের সংখ্যা এবং মানব সম্পদের বিপরীতে উৎপাদন এবং বিক্রয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	সমাপ্ত বছর	মোট মানব সম্পদ (শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তা, নির্বাহী এবং ব্যবস্থাপক)	উৎপাদন (জোড়া)	বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
০১.	৩০ শে জুন, ২০১৮	১,২৪৯	১৮,৮০,০০০	২,৩১৪.২০
০২.	৩০ শে জুন, ২০১৯	১,১৯৯	১৮,৩২,০০০	২,৬৬২.৭৪
০৩.	৩০ শে জুন, ২০২০	১,২১০	১৮,৯৮,০০০	২,৫৩০.২৪
০৪.	৩০ শে জুন, ২০২১	১,০১৫	১৩,৯৯,০০০	২,৮২৬.৪০

আর্থিক ফলাফল ঃ

৩০ শে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত বছরের সাথে বিগত ৩ বছরের আর্থিক ফলাফল নিম্নে দেওয়া হলো:

সমাপ্ত বছর	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	মোট মুনাফা/ ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	ওপারেটিং মুনাফা /ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	নীট মুনাফা/ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	শেয়ার প্রতি লাভ/ক্ষতি (টাকা)
৩০ শে জুন, ২০১৮	২,৩১৪.২০	১৬৩.৬৮	৮০.৩১	৮৪.৩৫	২.৮১
৩০ শে জুন, ২০১৯	২,৬৬২.৭৩	১৭৮.৯৮	৭১.৩৯	৬.১৯	০.২১
৩০ শে জুন, ২০২০	২,৫৩০.২৩	১১৮.৯৫	২৬.৮৮	(৮.৭১)	(০.২৯)
৩০ শে জুন, ২০২১	২,৮২৬.৩৯	২৩৯.৯৮	৫৭.৯৮	২৯.০৩	০.৯৭

ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিসিডি সাক্রুলার-২৮ অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৯% চার্জ ধার্য করার নির্দেশনা থাকলেও তৎকালীন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবসার শুরু থেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যায় এবং অযৌক্তিভাবে ১৬.৫০% হারে চার্জ আরোপ করে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৮% পর্যন্ত সুদ আরোপ করে, তাছাড়াও অযৌক্তিভাবে প্যাকিং ক্রেডিট ২৫% থেকে ৫% এ নিয়ে আসে, পূর্ববর্তী ঋণের বিপরীতে অনুমতি ছাড়াই ৪ (চার)

কোটি টাকা সমন্বয় করে, যার কারণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সংকট দেখা দেয়। উক্ত ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে ব্যাংক ডিফল্টার হয়ে এলসি খুলতে না পারা, ২০১৩ সালে কারখানায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিসহ নানবিধ কারণে কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং পরিচালনা পরিষদের অব্যাহত চেষ্টা সত্ত্বেও কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এক পর্যায়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের চরম সংকটে পড়ে যায়।

সব প্রতিকূলতাকে জয় করে যখন কোম্পানি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ২০১৯ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে অর্ডার কমে যায়। এরপর বিগত ১৯.১১.২০২০ ইং তারিখে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এ কালাম এর হঠাৎ মৃত্যুতে কোম্পানি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরপরও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এবং সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে।

৩০ শে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত বছরের অর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উক্ত বছরে কোম্পানি ২৯.০৩ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। আগামি অর্থবছরগুলোতে কোম্পানির বিক্রয় ও ব্যবসায়িক পরিধি আরও প্রসারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ঃ

সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে কোম্পানির চাইনিজ ক্রেতার পক্ষ থেকে ২,৯১,৪৮২ জোড়া জুতা উৎপাদনের অর্ডারের বিপরীতে একটি Master L/C গ্রহণ করা হলেও ব্যাংকিং জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত কাঁচামালের জন্য LC ওপেন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে BEPZA কর্তৃক প্রাপ্ত বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে CM (Cutting & Making) এর ভিত্তিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এখনো পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াই ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে।

বর্তমানে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে চারটি প্রডাকশন লাইনে প্রতি মাসে গড়ে ২,০০,০০০ জোড়া জুতা উৎপাদন করা হয়। আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি, প্রডাকশন লাইন সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ ধীরে ধীরে আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এক পর্যায়ে মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ২,৫০,০০০ জোড়ারও বেশি হবে।

অতীতের ভুল ত্রুটি শোধরে বর্তমান পরিচালনা পরিষদ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুসরণ করে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার প্রতিফলন পরবর্তী প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিলক্ষিত হবে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বর্তমানে চারটি প্রডাকশন লাইনে উৎপাদন হলেও সুদূর প্রসারী ব্যাবসায়িক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই পঞ্চম লাইন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুতই পঞ্চম লাইনে উৎপাদন শুরু হবে। বিশ্বের অনেক নামীদামী ব্রান্ড তাদের চাহিদা মোতাবেক সুলভ মূল্যে চায়না থেকে জুতা আমদানি করতে না পারায় বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া থেকে জুতা উৎপাদনে অধিক মনোযোগী হয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশই চায়না হতে জুতা আমদানি কার্যক্রম সহজ ভাবে করতে পারছে না। যে কারণে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের মতো দেশের উৎপাদিত জুতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত জুতার প্রচুর চাহিদার কারনে নতুন নতুন জুতা উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং পুরাতন কারখানাগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। এই ধারা ভবিষতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমানে আমরা একটি চাইনিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে CM (Cutting & Making) এর ভিত্তিতে কাজ করছি। উক্ত কোম্পানি ব্যবসার পাশাপাশি আমাদের কোম্পানিকে বিশ্বমাণসম্মত পন্য তৈরি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ বিক্রয় ও বিপণনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ। ভবিষতে এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। তাছাড়াও বাজারের চাহিদা মেটানো ও ব্যবসা লাভজনক করার জন্য কারখানা সম্প্রসারণ করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করার মতো গুনগত মান সম্পন্ন জুতা উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানির পরিমাণ ভবিষ্যতে সন্তোষজনক হারে বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি